# বীরবাণী।

স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত
সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও ইংরাজী
সমগ্র কবিতাসংগ্রহ।

অষ্টম সংস্করণ।

মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

# ভূমিকা

সাধারণের নিকট প্রকাশ যে, স্বামী বিবেকানন্দ একজন বিদ্বান্, বহুদর্শী, অদ্বিতীয় বক্তা, দেশহিতৈষী, স্বার্থত্যাগী, সমাধিযুক্ত সন্ন্যাসী। কিন্তু তিনি যে একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়কেন্দ্রস্থিত স্বদেশানুরাগই যে তাঁহার কবিত্বের উদ্বোধনী শক্তি, সে পরিচয় বীরবাণীর কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়। বীরবাণীর দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন দেখিয়া বুঝা যায় যে, স্বামীজির সেই ভাবটী ধীরে ধীরে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।

কলিকাতা, বিবেকানন্দ সোসাইটী।

সন ১৩১২।

## ৩য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বীরবাণীর ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার অনেকের অনুরোধে ইহার সংস্কৃত অংশটীর অন্বয়, শব্দার্থ ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল। সংস্কৃত কলেজের ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংস্কৃত মূলভাগের ছন্দ ও ব্যাকরণগত সমুদয় দোষ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে পূর্ব্ব সংস্করণ হইতে এই গুলির আকার কিছু পৃথক্ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন প্রায় শব্দগত, স্বামীজির ভাবের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য করা হয় নাই। 'শ্রীরামকৃষ্ণপ্রণাম' নামক সংস্কৃত শ্লোকটী এবং আর একটী নূতন শিব-সঙ্গীত ইহাতে সংযোজিত হইল। কবিতাগুলির অর্থবোধের সৌকর্য্যার্থে নূতন কতকগুলি ব্যাখ্যা ও পাদটীকাও সংযোজিত হইয়াছে। আর এই সংস্করণে স্বামীজির বীরবেশের একখানি নূতন হাফটোন ছবিও দেওয়া হইল।

কলিকাতা,

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। বিবেকানন্দ সোসাইটী।

# চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বীরবাণীর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার স্বামিজীর রচিত "সাগরবক্ষে" শীর্ষক একটী নূতন বাঙ্গলা ও কতিপয় নূতন ইংরাজী কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ৩য় সংস্করণে ছন্দের অনুরোধে সংস্কৃত স্তোত্ররাজির কতকগুলি শব্দ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সংস্করণে যাহাতে ছন্দ ঠিক থাকে অথচ স্বামিজীর মূল শব্দগুলিও যথাসম্ভব রক্ষা করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। যাহাতে এই অমূল্য রত্নগুলির বহুল প্রচার হয় তজ্জন্য গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইলেও মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই। আশা করি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের ন্যায় ইহা সাধারণের নিকট আদৃত হইবে।

কলিকাতা। বিবেকানন্দ সোসাইটী।

সন ১৩১৭ সাল।

# পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এবার চারটী নূতন ইংরাজী কবিতা সন্নিবেশিত হইল। "ওঁ হ্রীঁ" ইত্যাদি প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রে কয়েকটী পাঠান্তর দেওয়া হইল। ঐ স্তোত্রটী এক্ষনে বেলুড় মঠে আরাত্রিকের পর ও অন্যান্য বহুস্থানে নিয়মিতরূপে পঠিত হইয়া থাকে। ছন্দ ও ব্যাকরণের অনুরোধে তৃতীয় সংস্করণ হইতে উহার কয়েকটী শব্দ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু স্বামিজীর বহু ভক্তবৃন্দ তৎকৃত ছন্দ ও ব্যাকরণগত দোষকে আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া মনে করেন ও মূল পাঠটীই আবৃত্তি করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রীতির নিমিত্ত উক্ত মূল পাঠগুলিই পাঠান্তররূপে প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানিকে আদ্যোপান্ত উত্তমরূপে দেখিয়া বিশুদ্ধ করিবারও চেষ্টা করা হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইলেও সাধারণে এই পুস্তক বহু প্রচারের জন্য মূল্য পূর্ব্ববৎ চার আনাই রাখা হইল।

কলিকাতা, বিবেকানন্দ সোসাইটী।

সন ১৩২২ সাল।

## ৬ষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে বিভিন্ন ব্যক্তি কৃত স্বামিজীর কয়েকটি কবিতার পদ্যানুবাদ সংযোজিত হইয়াছে এবং শঙ্করাচার্য্য কৃত নির্ব্বাণষট্‌কের মূলটী দেওয়া হইয়াছে। Song of the Sannyasin এর অনুবাদ অন্যত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া এই পুস্তক সন্নিবিষ্ট হইল না।

পুস্তকের কলেবর বর্দ্ধিত হওয়ায় এবং কাগজাদির মূল্য বৃদ্ধির জন্য বাধ্য হইয়া ইহার মূল্য এক আনা বৃদ্ধি করিতে হইল।

কলিকাতা, বিবেকানন্দ সোসাইটী।

শ্রাবণ, ১৩২৬।

# সূচী-পত্র

| বিষয়। | পৃষ্ঠা। |
|---|---|

## শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রাণি

( ১ )

ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিদ গুণেড্যঃ
নক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মোহঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ১ ॥

### অন্বয় ও শব্দার্থ

ওঁ হ্রীং ত্বং (তুমি) ঋতং (সত্য) অচলঃ (স্থির) গুণজিৎ (গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণকে যিনি জয় করিয়াছেন) গুণেড্যঃ (নানা প্রকার গুণের দ্বারা ঈড্য অর্থাৎ স্তবের যোগ্য) যতঃ (যেহেতু) অহং (আমি) তব (তোমার) মোহঙ্কষং (মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান-নিবারক) বহুকৃতং (পূজনীয়) পাদপদ্মং (পাদপদ্ম) সকরুণং (ব্যাকুলভাবে) নক্তন্দিবং (দিনরাত্রি) ন ভজে (ভজনা করিতেছি না) তস্মাৎ (সেই হেতু) হে দীনবন্ধো! ত্বম্ এব (তুমিই) মম (আমার) শরণং (আশ্রয়)॥

### ব্যাখ্যা

ওঁ হ্রীং তুমি সত্য, স্থির, ত্রিগুণজয়ী, অথচ অগণন মনোহর গুণসমূহের দ্বারা স্তবের যোগ্য। যেহেতু আমি তোমার অজ্ঞাননিবারক পূজনীয় পাদপদ্ম ব্যাকুলভাবে দিনরাত্রি ভজনা করিতেছি না, সেই হেতু হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥ ১ ॥

ভ-ক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গ-চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বং ।
ব-ক্ত্রোদ্ধৃতন্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ *
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ২ ॥
তে-জস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ †
রা-গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে । ‡
ম-র্ত্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্ম্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ৩ ॥

ভবভেদকারি ( সংসারনাশকারি ) ভক্তিঃ ( ভক্তি ) ভগঃ ( বৈরাগ্য, জ্ঞান, বীর্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য ) ভজনং চ ( এবং ভজন ) সুবিপুলং ( অতি মহান্ ) তত্ত্বং ( তত্ত্ব ) গমনায় ( প্রাপ্তির জন্য ) অলং গচ্ছন্তি ( পর্য্যাপ্ত হয় ) [ ইদং বচনং ( এই বাক্য ) বক্ত্রোদ্ধৃতং ( বক্ত্র অর্থাৎ মুখ হইতে উদ্ধৃত অর্থাৎ উচ্চারিত হইলেও ) তু ( কিন্তু মে ( আমার ) হৃদি ( হৃদয়ে) চ কিঞ্চিৎ ( কিছু পরিমাণে ) ন ভাতি ( প্রকাশ পাইতেছে না ) । তস্মাৎ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ২ ॥

ঋতপথে ( সত্যের পথস্বরূপ ) রামকৃষ্ণে ত্বয়ি ( রামকৃষ্ণ তোমাতে ) রাগে কৃতে ( অনুরাগ করা হইলে ) ত্বয়ি ( তোমাতে ) তৃপ্ততৃষ্ণাঃ ( যাহাদের তৃষ্ণা অর্থাৎ কামনা তৃপ্ত অর্থাৎ পূর্ণ হইয়াছে—পূর্ণকাম ) [ জনাঃ ( লোকগণ ) ] তরসা ( শীঘ্র ) তেজঃ ( রজোগুণকে ) তরন্তি ( অতিক্রম করে ), তব ( তোমার ) মর্ত্ত্যামৃতং ( মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল নরলোকের অমৃত অর্থাৎ জীবনস্বরূপ ) পদং ( পদ ) মরণোর্ম্মিনাশং ( যাহা মৃত্যুরূপ উর্ম্মি অর্থাৎ তরঙ্গকে নাশ করিয়া দেয় ) তস্মাৎ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৩ ॥

সংসারনাশকারী ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্য এবং ভজন—এই গুলি থাকিলেই সেই অতি মহান্ ব্রহ্মতত্ত্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ( কিন্তু এই কথা ) মুখে উচ্চারিত হইলেও আমার অন্তঃকরণে কিছু-মাত্র প্রতিভাত হইতেছে না। অতএব হে দীনবন্ধো, তুমি আমার আশ্রয় ॥ ২ ॥

* পাঠান্তর—বক্ত্রোদ্ধৃতোঽপি হৃদয়ে ন মে ভাতি কিঞ্চিৎ।

† পাঠান্তর—তেজস্তরন্তি ত্বরিতং ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ।

‡ পাঠান্তর—রাগং কৃতে ঋতপথে, ইত্যাদি।

কৃত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণা-ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ।
য-স্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য *
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ৪ ॥

[ হে ] নাথ ( প্রভো ) তব ( তোমার ) কুহকান্তকারি ( কুহক অর্থাৎ মায়া দূর কারি ) শিবং ( মঙ্গলময় ) সুবিমলং ( অতি পবিত্র ) কান্তং ( 'ষ্ণ' যাহার অন্তে আছে —রামকৃ'ষ্ণ' ) নাম (নাম) কলুষং ( পাপকে ) কৃত্যং ( করণীয় কার্য্য—পুণ্য ) করোতি ( করে ) [ হে ] জগদেকগম্য জগতের একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু ) যস্মাৎ ( যেহেতু ) অহং ( আমি ) তু অশরণঃ ( নিরাশ্রয় ) তস্মাৎ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৪ ॥

হে রামকৃষ্ণ, সত্যের পথস্বরূপ তোমাতে যে অনুরক্ত হয়, তাহার তোমাকে পাইয়াই সমুদয় কামনা পূর্ণ হয়, সুতরাং সে ব্যক্তি শীঘ্র রজোগুণকে অতিক্রম করে। মরণশীল নরলোকের জীবনস্বরূপ তোমার পাদপদ্ম মৃত্যুরূপ তরঙ্গকে নাশ করিয়া দেয়। অতএব হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥ ৩ ॥

হে প্রভো, তোমার মায়াদূরকারি মঙ্গলময় অতি পবিত্র ষ্ণান্ত ( রামকৃষ্ণ ) নাম পাপকেও পুণ্য করিয়া দেয়। হে জগতের একমাত্র প্রাপ্তব্য, যেহেতু আমি নিরাশ্রয়, সেই হেতু হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥ ৪ ॥

* ত্বশরণো—পাঠান্তর, অশরণো।

( ২ )

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ ॥ ১

( ২ )

যস্য ( যাহার ) প্রেমপ্রবাহঃ ( প্রেমস্রোতঃ ) আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ঃ ( চণ্ডালপর্য্যন্ত অপ্রতিহত রয় অর্থাৎ বেগ যাহার ), অহহ ( আহা ! ) [ যঃ ( যিনি ) ] লোকাতীতঃ অপি ( অমানুষ-স্বভাব হইলেও ) লোককল্যাণমার্গং ( লোকের কল্যাণের পথ ) ন জহৌ ( ত্যাগ করেন নাই ), [ যঃ ( যিনি ) ] ত্রৈলোক্যে অপি ( ত্রিভুবনেও ) অপ্রতিমমহিমা ( যাহার মহিমার প্রতিমা অর্থাৎ তুলনা নাই ), [ যঃ (যিনি) ] জানকীপ্রাণবন্ধঃ ( সীতার প্রাণকে বন্ধন করিয়াছেন অর্থাৎ সীতার পরম প্রেমাস্পদ ), যঃ ( যে ) জ্ঞানং ( জ্ঞানস্বরূপ ) রামঃ ( রামচন্দ্র ) ভক্ত্যা সীতয়া ( ভক্তিস্বরূপিণী সীতা দ্বারা ) বৃতবরবপুঃ ( যাহার বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, বপুঃ অর্থাৎ দেহ, বৃত অর্থাৎ আবৃত ) ॥ ১ ॥

---

( ১ )

যাঁহার প্রেমস্রোতঃ চণ্ডাল পর্য্যন্ত অপ্রতিহতবেগ অর্থাৎ চণ্ডালের প্রতিও যিনি প্রেম করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, আহা, যিনি অমানুষ-স্বভাব হইলেও লোকের কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেন নাই ( অর্থাৎ সর্ব্বদা লোকের কল্যাণচিন্তা ও অনুষ্ঠানেই নিযুক্ত ছিলেন ), স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই ত্রিলোকেও যাঁহার মহিমার তুলনা নাই, যিনি সীতার পরম প্রেমাস্পদ, যে জ্ঞানস্বরূপ রামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দেহ ভক্তিস্বরূপিণী সীতা দ্বারা আবৃত—॥ ১ ॥

স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্ ॥ ২ ॥

যঃ (যে) [কৃষ্ণ] বা আহবোত্থং (যুদ্ধ হইতে উত্থিত) মহান্তং (অতি ভয়ানক) প্রলয়কলিতং (প্রলয়সম্ভূত অর্থাৎ প্রলয়তুল্য) [শব্দং] (শব্দকে) স্তব্ধীকৃত্য (স্তব্ধ করিয়া) প্রকৃতিসহজাং (স্বাভাবিক) অন্ধতামিস্রমিশ্রাং (ঘোরতর অন্ধতমসস্বরূপ) রাত্রিং (অজ্ঞানরজনীকে) হিত্বা (দূর করিয়া) শান্তং মধুরমপি (শান্ত ও মধুর) গীতং (গান—এখানে গীতাশাস্ত্র) সিংহনাদং (সিংহনাদস্বরূপ) জগর্জ (গর্জ্জন করিয়াছিলেন) সঃ অয়ং (সেই) প্রথিতপুরুষঃ (বিখ্যাত পুরুষ) ইদানীং (এক্ষণে) রামকৃষ্ণঃ তু (রামকৃষ্ণরূপে) জাতঃ (জন্মিয়াছেন) ॥ ২ ॥

যে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যে ভয়ানক প্রলয়তুল্য (হুহুঙ্কার) উঠিয়াছিল, তাহাকে স্তব্ধ করিয়া এবং (অর্জ্জুনের) স্বাভাবিক ঘোরতর অন্ধতামিস্ররূপ অজ্ঞান-রজনীকে দূর করিয়া দিয়া, শান্ত ও মধুর গীত অর্থাৎ গীতাশাস্ত্র সিংহনাদস্বরূপে গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলেন---

সেই বিখ্যাতপুরুষ এক্ষণে রামকৃষ্ণরূপে জন্মিয়াছেন ॥ ২ ॥

অনুবাদ

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক)

প্রেমের প্রবাহ যাঁর আচণ্ডালে প্রবাহিত,
লোকহিতে রত সদা, হয়ে যিনি লোকাতীত,
জানকীর প্রাণবন্ধু, উপমা নাহিক যার,
ভক্ত্যাবৃত জ্ঞানবপু—যিনি রাম অবতার—
স্তব্ধ করি কুরুক্ষেত্র প্রলয়ের হুহুঙ্কার,
দূর করি সহজাত মহামোহ-অন্ধকার,
সুগভীর—উঠেছিল গীতা সিংহনাদ যাঁর,
সেই এবে রামকৃষ্ণ খ্যাতনামা ত্রিসংসার।

( ৩ )

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব

শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং
দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গং
সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং
যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥ ১ ॥

[হে] নরদেব (নরের মধ্যে দেবতা) দেব, [হে] নরদেব জয় জয় (তোমার জয় হউক)। শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং (শক্তিসমুদ্র হইতে উৎপন্ন তরঙ্গস্বরূপ) দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গং (যিনি প্রেমের দ্বারা বিজৃম্ভিত অর্থাৎ প্রকাশিত, রঙ্গ অর্থাৎ লীলা দেখাইয়াছেন) সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং (সন্দেহরূপ রাক্ষসের বিনাশের জন্য যিনি মহা অস্ত্রস্বরূপ) ভববৈদ্যং (সংসাররূপ রোগের চিকিৎসকস্বরূপ) গুরুং শরণং যামি (গুরুর আশ্রয় লই), [হে] নরদেব দেব, নরদেব জয় জয় ॥ ১ ॥

( ৩ )

হে নরদেব দেব, তোমার জয় হউক। যিনি শক্তিরূপ সমুদ্র হইতে উত্থিত তরঙ্গস্বরূপ, যিনি প্রেমের নানা লীলা দেখাইয়াছেন, যিনি সন্দেহরূপ রাক্ষসের বিনাশের মহাস্ত্রস্বরূপ, সেই সংসাররূপ রোগের চিকিৎসক গুরুর আশ্রয় লই। হে নরদেব দেব, তোমার জয় হউক ॥১॥

অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং

প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং

কর্ম্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং

যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥ ২ ॥

## শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণামঃ

স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।

অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

---

অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং ( দ্বিতীয়রহিত তত্ত্বে যাঁহার চিত্ত একাগ্র ) প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং ( অতি উজ্জ্বল ভক্তিরূপ পট অর্থাৎ বস্ত্রের দ্বারা যাঁহার বৃত্ত অর্থাৎ চরিত্র আচ্ছাদিত ) কর্ম্মকলেবরং ( কর্ম্মময় দেহ ) অদ্ভুতচেষ্টং ( যাঁহার চেষ্টা অর্থাৎ কার্য্যকলাপ অদ্ভুত ), যামি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ২ ॥

---

অদ্বিতীয় ( ব্রহ্ম ) তত্ত্বে যাঁহার চিত্ত সমাহিত, যাঁহার চরিত্র অতি শ্রেষ্ঠ ভক্তিরূপ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত ( অর্থাৎ যাঁহার ভিতরে জ্ঞান, বাহিরে ভক্তি), যাঁহার দেহ কর্ম্মময় অর্থাৎ যিনি দেহের দ্বারা ক্রমাগত লোকহিতার্থ কর্ম্ম করিয়াছেন, যাঁহার কার্য্যকলাপ অদ্ভুত, সেই সংসাররূপ রোগের চিকিৎসক গুরুর আশ্রয় লই। হে নরদেব দেব, তোমার জয় হউক ॥ ২ ॥

### শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণামঃ

ধর্ম্মস্য ( ধর্ম্মের ) স্থাপকায় ( প্রতিষ্ঠাতা ) চ ( এবং ) সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে ( যিনি সকল ধর্ম্মস্বরূপ ) অবতারবরিষ্ঠায় ( অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ) রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ( রামকৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার ) ॥

---

## শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণাম

যিনি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং সকল ধর্ম্মস্বরূপ, যিনি অবতার সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই রামকৃষ্ণ তোমায় নমস্কার।

# শিবস্তোত্রম্

ওঁ নমঃ শিবায়

নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গপ্ররোহাঃ
অকলিতমহিমানঃ কল্পিতা যত্র তস্মিন্ ।
সুবিমলগগনাভে ঈশসংস্থেঽপ্যনীশে
মম ভবতু ভবেঽস্মিন ভাস্বরো ভাববন্ধঃ

যত্র (যাহাতে) নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গপ্ররোহাঃ (সমুদায় জগতের উৎপত্তি, স্থেম অর্থাৎ স্থিতি, ভঙ্গ অর্থাৎ নাশরূপ প্ররোহ অর্থাৎ অঙ্কুরসমূহ) অকলিতমহিমানঃ (অকলিত অর্থাৎ অগণন মহিমা অর্থাৎ বিভূতিরূপে) কল্পিতাঃ (কল্পিত হইয়াছে) তস্মিন্ অস্মিন্ (সেই এই) সুবিমলগগনাভে (সুনির্ম্মল আকাশতুল্য) তু ঈশসংস্থে অপি (যিনি ঈশ্বররূপে অবস্থিত কিন্তু) অনীশে (যাঁহার ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু নাই, এইরূপ, ভবে (মহাদেবে) মম (আমার) ভাস্বরঃ (উজ্জ্বল, দৃঢ়) ভাববন্ধঃ (প্রেমরূপ বন্ধন) ভবতু (হউক) ॥ ১ ॥

যাহাতে সমুদয় জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় রূপ অঙ্কুরসমূহ অসংখ্য বিভূতিরূপে কল্পিত, যিনি সুনির্ম্মল আকাশের তুল্য, যিনি জগতের ঈশ্বর স্বরূপে অবস্থিত, কিন্তু যাঁহার আর কেহ নিয়ন্তা নাই, সেই এই মহাদেবে আমার উজ্জ্বল প্রেমবন্ধন হউক ॥ ১ ॥

নিহতনিখিলমোহেঽধীশতা যত্র রূঢ়া
প্রকটিতপরপ্রেম্ণা যো মহাদেবসংজ্ঞঃ।
অশিথিলপরিরম্ভঃ প্রেমরূপস্য যস্য
হৃদি প্রণয়তি বিশ্বং ব্যাজমাত্রং বিভুত্বম্॥ ২॥
বহতি বিপুলবাতঃ পূর্ব্বসংস্কাররূপঃ
বিদলতি বলবৃন্দং ঘূর্ণিতেবোর্ম্মিমালা।

নিহতনিখিলমোহে (সমুদয় মোহ যাঁহা কর্তৃক নষ্ট হইয়াছে) যত্র (যাঁহাতে) অধীশতা (ঈশ্বরত্ব) রূঢ়া (প্রতিষ্ঠিত), প্রকটিতপরপ্রেম্ণা (প্রকাশিত পরম প্রেমের দ্বারা) যঃ (যিনি) মহাদেবসংজ্ঞঃ (মহাদেব এই সংজ্ঞা বা নাম যাঁহার), যস্য (যে) প্রেমরূপস্য (প্রেমস্বরূপের) অশিথিলপরিরম্ভঃ (অশিথিল, যাহা শিথিল নহে, অর্থাৎ দৃঢ়, পরিরম্ভ অর্থাৎ আলিঙ্গন) হৃদি (হৃদয়ে) বিশ্বং (সমুদয়) বিভুত্বং (ঐশ্বর্য্যকে) ব্যাজমাত্রং (ছলনা বা মায়ামাত্র) প্রণয়তি (করিয়া দেয়) (তস্মিন্ অস্মিন্ ভবে মম ভাস্বরঃ ভবতু ভাববন্ধঃ—উহ্য করিতে হইবে)॥ ২॥

পূর্ব্বসংস্কাররূপঃ (পূর্ব্বসংস্কাররূপ) বিপুলবাতঃ (প্রবল বায়ু) বহতি (প্রবাহিত হইতেছে), [সঃ (উহা)] ঘূর্ণিতা (ঘূর্ণায়মান) উর্ম্মিমালা ইব (তরঙ্গসমূহের ন্যায়) বলবৃন্দং (বলবান্ ব্যক্তিদিগকে) বিদলতি (দলিত করিতেছে), যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়ে (তুমি আমি রূপে প্রতিভাত) খলু যুগ্মং দ্বন্দ্ব প্রচলিত (চলিতেছে) ...

যিনি সমুদয় অজ্ঞান নাশ করিয়াছেন, যাঁহাতে ঈশ্বরত্ব রূঢ় (স্বাভাবিক ভাবে অবস্থিত), যিনি (হলাহল পান করিয়া জগতের জীবগণের প্রতি) পরম প্রেম প্রকাশ করাতে মহাদেব এই নামে অভিহিত হইয়াছেন, প্রেমস্বরূপ যাঁহার দৃঢ় আলিঙ্গনে সমুদয় ঐশ্বর্য্যই আমাদের হৃদয়ে মায়ামাত্ররূপে প্রতিভাত হয় (সেই এই মহাদেবে আমার উজ্জ্বল প্রেমবন্ধন হউক॥ ২॥

প্রচলিত খলু যুগ্মং যুষ্মদস্মৎপ্রতীতম্
অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্তং শিবস্থম্ ॥ ৩

জনকজনিতভাবো বৃত্তয়ঃ সংস্কৃতাশ্চ
অগণনবহুরূপা যত্র চৈকো যথার্থঃ।
শমিতবিকৃতিবাতে যত্র নান্তর্বহিশ্চ
তমহহ হরমীড়ে চিত্তবৃত্তের্নিরোধম্ ॥ ৪ ॥

বিকলিতরূপং ( অতিশয় বিকৃতরূপ ) শিবস্থম্ ( শিবে সংস্থাপিত ) চিত্তং ( চিত্তকে ) [ অহং ( আমি ) নৌমি ( বন্দনা করি ) ॥ ৩ ॥

জনকজনিতভাবঃ ( কার্য্যকারণভাব ) চ ( এবং ) সংস্কৃতাঃ ( নির্ম্মল ) বৃত্তয়ঃ ( বৃত্তিসমূহ ) অগণনবহুরূপাঃ ( অসংখ্য নানারূপ ) [ সন্তি ( আছে ) ], যত্র ( যেখানে ) চ একঃ ( এক বস্তুই ) যথার্থঃ ( সত্য ), শমিতবিকৃতিবাতে ( বিকাররূপ বায়ু শান্ত হইলে , যত্র ( যেখানে ) অন্তঃ ( ভিতর ) চ ( এবং ) বহিঃ ( বাহির ) ন ( নাই ), অহহ ( আহা ) তং ( সেই ) চিত্তবৃত্তেঃ ( চিত্তবৃত্তির ) নিরোধম্ ( নিরোধস্বরূপ ) হরং ( মহাদেবকে ) [ অহং ( আমি ) ঈড়ে ] ( স্তব করি ) ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বসংস্কাররূপ প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ঘূর্ণায়মান তরঙ্গসমূহের ন্যায় উহা বলবান্ ব্যক্তিদিগকেও দলিত করিতেছে। তুমি আমি রূপে প্রতিভাত দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সেই শিবে সংস্থাপিত অতিশয় বিকৃতরূপ চিত্তকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

কার্য্যকারণভাব এবং নির্ম্মল বৃত্তিসমূহ অসংখ্য নানারূপ হইলেও যেখানে একবস্তুই যথার্থ, বিকাররূপ বায়ু শান্ত হইলে যে ভিতর ও বাহির থাকে না, আহা, সেই চিত্তবৃত্তির নিরোধস্বরূপ মহাদেবকে আমি স্তব করি ॥ ৪ ॥

গলিততিমিরমালঃ শুভ্রতেজঃপ্রকাশঃ
ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ।
যমিজনহৃদিগম্যো নিষ্কলো ধ্যায়মানঃ
প্রণতমবতু মাং সঃ মানসো রাজহংসঃ ॥ ৫ ॥
দুরিতদলনদক্ষং দক্ষজাদত্তদোষং
কলিতকলিকলঙ্কং কম্রকহ্লারকান্তম্।

গলিততিমিরমালঃ (যাঁহা হইতে [অজ্ঞানরূপ] তিমিরমালা অর্থাৎ অন্ধকারসমূ গলিত অর্থাৎ নষ্ট হইয়াছে) শুভ্রতেজঃপ্রকাশঃ (শুভ্র জ্যোতির ন্যায় যাঁহার প্রকাশ) ধবলকমলশোভঃ (শ্বেতবর্ণ পদ্মের ন্যায় যাঁহার শোভা) জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ (জ্ঞানসমূ যাঁহার অট্টহাস্যস্বরূপ) যমিজনহৃদিগম্যঃ (যিনি সংযমী ব্যক্তির হৃদয়ে প্রাপ্য) নিষ্ক যিনি অংশরহিত অর্থাৎ অখণ্ডস্বরূপ) ধ্যায়মানঃ ধ্যাত হইয়া সঃ (সেই মান রাজহংসঃ (মন [-রূপ সরোবরের মধ্যে অবস্থিত] রাজহংস [রূপী শিব] প্রণ প্রণত) মাং (আমাকে) অবতু (রক্ষা করুন)॥ ৫ ॥

দুরিতদলনদক্ষং (পাপ নাশ করিতে সমর্থ) দক্ষজাদত্তদোষং (দক্ষজা অথ দক্ষকন্যা সতী যাঁহাকে [কখন] দোষ দেন নাই, অথবা সতী যাঁহাকে দোঃ অথ পাণি দান করিয়াছিলেন—সতীর সহিত যাঁহার বিবাহ হইয়াছিল—সতীপতি কলি কলিকলঙ্কং (যিনি কলির দোষসমূহকে নষ্ট করিয়াছেন) কম্রকহ্লারকান্তম্ (সু কহ্লার পুষ্পের ন্যায় যিনি মনোহর) পরহিতকরণায় (পরের হিত করিবার জ প্রাণপ্রচ্ছেদপ্রীতং (প্রাণ ত্যাগ করিতে যাঁহার সদাই প্রীতি নতনয়ননিব

যাঁহা হইতে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারসমূহ নষ্ট হইয়াছে, শুভ্র জ্যোতি ন্যায় যাঁহার প্রকাশ, যিনি শ্বেতবর্ণ পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে জ্ঞানরাশি যাঁহার অট্টহাস্যস্বরূপ, যিনি সংযমী ব্যক্তির হৃদয়প্রাপ্য, যি অখণ্ডস্বরূপ, আমার দ্বারা ধ্যাত হইয়া সেই মনোরূপ সরোবরের রাজহ রূপী শিব, প্রণত আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

পরহিতকরণায় প্রাণপ্রচ্ছেদপ্রীতং
নতনয়ননিযুক্তং নীলকণ্ঠং নমামঃ ॥ ৬ ॥

## অম্বা-স্তোত্রম্

কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে
আঘূর্ণিতং ভবজলং প্রবলোর্ম্মিভঙ্গৈঃ।

(নত—প্রণতজনগণের প্রতি যাঁহার নয়ন নিযুক্ত রহিয়াছে অর্থাৎ তাঁহাদের কল্যাণের জন্য যিনি সতত চিন্তা করিতেছেন) নীলকণ্ঠং (জগতের কল্যাণার্থ বিষপান দ্বারা যাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সেই মহাদেবকে) (বয়ং (আমরা)) নমামঃ (প্রণাম করি) ॥ ৬ ॥

হে শুভে (কল্যাণময়ি) শিবকরে (কল্যাণকারিণি) সুখদুঃখহস্তে (সুখ ও দুঃখ উভয়ই যাঁহার হস্তস্বরূপ) মাতঃ, ত্বং (তুমি) কা (কে)? ভবজলং (সংসাররূপ জল) প্রবলোর্ম্মিভঙ্গৈঃ (প্রবল তরঙ্গসমূহ দ্বারা) আঘূর্ণিতং (ঘূর্ণায়মান হইতেছে)। (ত্বং (তুমি)) কিং (কি) সদা এবং (সর্ব্বদাই) বিশ্বে (জগতে) বহুধা (নানা-

---

যিনি পাপনাশ করিতে সমর্থ, দক্ষকন্যা সতী যাঁহাতে কখন দোষদর্শন করেন নাই, অথবা সতী যাঁহাকে পাণিপ্রদান করিয়াছিলেন, যিনি কলিদোষসমূহ নাশ করেন, যিনি সুন্দর কহ্লার পুষ্পের ন্যায় মনোহর, পরের কল্যাণার্থ প্রাণত্যাগ করিতে যাঁহার সদাই প্রীতি, প্রণত ব্যক্তি-গণের কল্যাণ করিবার জন্য যাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রতি নিযুক্ত রহিয়াছে, সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

শান্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাম্
মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে ॥ ১ ॥
সম্পাদয়ন্ত্যবিরতং ত্ববিরামবৃত্তা
যা বৈ স্থিতা কৃতফলং ত্বকৃতস্য নেত্রী।
সা মে ভবত্বনুদিনং বরদা ভবানী
জানাম্যহং ধ্রুবমিয়ং ধৃতকর্ম্মপাশা ॥ ২ ॥

প্রকারে (বিভগ্নাং (ভগ্ন হইয়া গিয়াছে যে) শান্তিং (শান্তি) বিধাতুং (বিধান অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য) ইহ (এখানে) প্রযত্নপরমা (যত্নপর) অসি (হইতেছ) ॥ ১ ॥

যা (যে) তু অবিরামবৃত্তা (নিয়ত ক্রিয়াশীলা) অবিরতং (সর্ব্বদা) কৃতফলং (কৃতকর্ম্মের ফল) সম্পাদয়ন্তী (সংযোজনা করিয়া) বৈ স্থিতা (অবস্থিতা) যা (যিনি) তু অকৃতস্য (মুক্তিপদের) নেত্রী (যিনি লইয়া যান) সা (সেই) ভবানী (শিবা) মে (আমার প্রতি) অনুদিনং (প্রতিদিন, সর্ব্বদা) বরদা (বরপ্রদানকারিণী) ভবতু (হউন)। অহং (আমি) ধ্রুবং (নিশ্চিত) জানামি (জানি) ইয়ং (ইনি) ধৃতকর্ম্মপাশা (যিনি কর্ম্মরূপ রজ্জু ধারণ করিয়া আছেন) ॥ ২ ॥

হে কল্যাণময়ী মাতঃ, সুখ ও দুঃখ তোমার হস্তদ্বয়, তুমি কে? সংসাররূপ জল প্রবল তরঙ্গসমূহ দ্বারা ঘূর্ণায়মান হইতেছে। তুমি কি সর্ব্বদাই নানাপ্রকারে ভগ্ন শান্তিকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এখানে যত্নপর হইতেছ? ১ ॥

যে নিয়তক্রিয়াশীলা দেবী সর্ব্বদা কৃতকর্ম্মের ফল সংযোজনা করিয়া অবস্থিতা, (যাহাদের কর্ম্মক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে) যিনি মোক্ষ-পদে লইয়া যান, সেই ভবানী আমার প্রতি সর্ব্বদা বরপ্রদায়িনী হউন। আমি নিশ্চিত জানি, তিনি কর্ম্মরূপ রজ্জু ধারণ করিয়া আছেন ॥ ২ ॥

কিং বা কৃতং কিমকৃতং ক কপাললেখঃ
কিং কর্ম্ম বা ফলমিহাস্তি হি যাং বিনা ভোঃ
ইচ্ছাগুণৈর্নিয়মিতা নিয়মাঃ স্বতন্ত্রৈঃ
যস্যাঃ সদা ভবতু সা শরণং মমাদ্যা ॥ ৩ ॥
সন্তানয়ন্তি জলধিং জনিমৃত্যুজালং
সম্ভাবয়ন্ত্যবিকৃতং বিকৃতং বিভগ্নম্।

---

ভোঃ ( হে ) [ জনাঃ ( নরগণ ) ] যাং ( যাঁহাকে ) বিনা ( ব্যতীত ) কিং বা কৃতং ( পুণ্যই বা কি ) কিং ( কি ) অকৃতং ( অকর্ম্ম বা পাপ ) ক ( কোথায় ) কপাল-লেখঃ ( কপালের লেখা ) কিং বা ( কি বা ) কর্ম্ম ফলং ( কর্ম্ম ও তাহার ফল ) ইহ ( এই জগতে ) অস্তি ( আছে ) হি। যস্যাঃ ( যাঁহার ) স্বতন্ত্রৈঃ ( স্বাধীন ) ইচ্ছাগুণৈঃ ( ইচ্ছারূপ রজ্জু দ্বারা ) নিয়মাঃ ( নিয়মসমূহ ) নিয়মিতাঃ ( পরিচালিত ) সা ( সেই ) আদ্যা ( আদিকারণস্বরূপা দেবী ) মম ( আমার ) সদা ( সর্ব্বদা ) শরণং (আশ্রয়স্বরূপ) ভবতু ( হউন ) ॥ ৩ ॥

ইহ ( এই সংসারে ) যস্যাঃ ( যাঁহার ) অমিতশক্তিপালাঃ ( অপরিমিত শক্তিশালী ) বিভূতয়ঃ ( বিভূতিসমূহ ) জনিমৃত্যুজালং ( জন্মমৃত্যুজালরূপ ) জলধিং ( সমুদ্রকে ) সন্তানয়ন্তি ( বিস্তার করিতেছে ), অবিকৃতং ( অবিকারি বস্তুকে ) বিকৃতং বিভগ্নম্ ( বিকৃত ও ভগ্ন ) সম্ভাবয়ন্তি ( করিতেছে ), বদ ( বল ) তাং তাঁহাকে ন আশ্রিত্য ( আশ্রয় না করিয়া ) কুতঃ ( কোথায় ) শরণং ( আশ্রয় ) ব্রজামঃ ( লই ) ? ৪ ॥

হে ( নরগণ ) এ জগতে যাঁহা ব্যতীত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম অথবা কপালের লেখা, বা কর্ম্ম বা ( তাহার ) ফল, এ সকল কিছুই হইতে পারে না, যাঁহার স্বাধীন ইচ্ছারূপ রজ্জু দ্বারা নিয়মসমূহ পরিচালিত, সেই আদি-কারণস্বরূপা দেবী সর্ব্বদা আমার আশ্রয়স্বরূপ হউন ॥ ৩ ॥

এই সংসারে যাঁহার অপরিমিতশক্তিশালী বিভূতিসমূহ জন্মমৃত্যু

যস্যা বিভূতয় ইহামিতশক্তিপালাঃ
নাশ্রিত্য তাং বদ কুতঃ শরণং ব্রজামঃ ॥ ৪ ॥
মিত্রে রিপৌ ত্ববিষমং তবপদ্মনেত্রম্
স্বস্থেঽসুখে ত্ববিতথস্তব হস্তপাতঃ।
ছায়া মৃতেস্তব দয়া ত্বমৃতঞ্চ মাতঃ
মুঞ্চন্তু মাং ন পরমে শুভদৃষ্টয়স্তে ॥ ৫ ॥

তব ( তোমার ; পদ্মনেত্রং ( পদ্মতুল্য চক্ষু ) মিত্রে রিপৌ ( বন্ধুর ও শত্রুর প্রতি ) তু অবিষমং ( সমান ) স্বস্থে স্বস্থ ব্যক্তিতে ( অসুখে অসুখী ব্যক্তিতে ) তব ( তোমার) তু অবিতথঃ ( এক ভাবে ) হস্তপাতঃ ( হস্তপ্রদান ) ; [ হে ] মাতঃ, মৃতেঃ ( মৃত্যুর ) ছায়া চ অমৃতং তু এবং অমৃত বা জীবন ( [ এইউভয়ই ) তব ( তোমার ) দয়া। [ হে ] পরমে ( সর্ব্বাপেক্ষা যিনি উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ ) তে ( তোমার ) শুভদৃষ্টয়ঃ ( শুভ-দৃষ্টিসমূহ ) মাং ( আমাকে ) ন মুঞ্চন্তু ( পরিত্যাগ না করুক ) ॥ ৫ ॥

জালরূপ সমুদ্র বিস্তার করিতেছে এবং অবিকারী বস্তুকে বিকৃত ও ভগ্ন করিতেছে, বল, তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া কাহার শরণ লইব ? ৪ ॥

শত্রু মিত্র সকলের প্রতিই তোমার পদ্মনেত্র সমানভাবে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, সুখী দুঃখী সকল ব্যক্তিতে একভাবে তুমি হস্ত প্রদান করিতেছ। হে মাতঃ, মৃত্যুচ্ছায়া ও জীবন এই উভয়ই তোমার দয়া। হে পরমে, তোমার শুভদৃষ্টিসমূহ আমাকে যেন পরিত্যাগ না করে ॥ ৫ ॥

কাম্বা শিবা ক গৃণনং মম হীনবুদ্ধেঃ
দোর্ভ্যাং বিধর্তুমিব যামি জগদ্বিধাত্রীং।
চিন্ত্যং শ্রিয়া সুচরণং ত্বভয়প্রতিষ্ঠং
সেবাপরৈরভিনুতং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

(সা (সেই) ) শিবা (মঙ্গলময়ী) অম্বা (মাতা) ক (কোথায়), হীনবুদ্ধেঃ মম (হীনবুদ্ধি আমার) গৃণনং (স্তববাক্য) ক (কোথায়), দোর্ভ্যাং (দুই হস্ত দ্বারা) জগদ্বিধাত্রীং (জগতের বিধাত্রীকে) বিধর্তুং (ধরিতে) ইব (যেন) যামি (যাইতেছি)। শ্রিয়া (লক্ষ্মীর দ্বারা) চিন্ত্যং (চিন্তনীয়) অভয়প্রতিষ্ঠং (অভয়ের অর্থাৎ মুক্তির প্রতিষ্ঠা যাহাতে) সেবাপরৈঃ (সেবাপরায়ণ ব্যক্তিগণের দ্বারা) অভিনুতং (বন্দিত) সুচরণং (সুন্দর পাদপদ্মে) শরণং (আশ্রয়) প্রপদ্যে (লইলাম) ॥ ৬ ॥

সেই কল্যাণকারিণী মাতাই বা কোথায় এবং হীনবুদ্ধি আমার এই স্তববাক্যই বা কোথায়? আমি আমার এই (ক্ষুদ্র) দুই হস্ত দ্বারা জগতের বিধাত্রীকে যেন ধরিতে উদ্যত হইয়াছি। লক্ষ্মী যাহার চিন্তা করেন, যাহাতে মুক্তি প্রতিষ্ঠিত, সেবাপরায়ণ জনগণ যাহার বন্দনা করেন, আমি সেই সুন্দর পাদপদ্মে আশ্রয় লইলাম ॥ ৬ ॥

যা মাং চিরায় বিনয়ত্যতিদুঃখমার্গৈঃ
আসিদ্ধিতঃ স্বকলিতৈর্ললিতৈর্বিলাসৈঃ।
যা মে মতিং সুবিদধে সততং ধরণ্যাং
সাম্বা শিবা মম গতিঃ সফলেঽফলে বা ॥ ৭ ॥

যা ( যিনি ) মাম্ ( আমাকে ) চিরায় ( চিরদিন ধরিয়া ) আসিদ্ধিতঃ ( সিদ্ধি-লাভ হওয়া পর্য্যন্ত ) স্বকলিতৈঃ ( নিজ কৃত ) ললিতৈঃ ( মনোহর ) বিলাসৈঃ ( লীলা দ্বারা ) অতিদুঃখমার্গৈঃ ( অতি দুঃখময় পথ দিয়া ) বিনয়তি ( লইয়া যাইতেছেন ), যা ( যিনি ) সততং ( সর্ব্বদা ) ধরণ্যাং ( পৃথিবীতে ) মে ( আমার ) মতিং ( বুদ্ধিকে ) সুবিদধে ( সু অর্থাৎ উত্তমরূপে পরিচালিত করিতেছেন ) সা ( সেই ) শিবা ( কল্যাণময়ী ) অম্বা ( মাতা ) সফলে ( ফললাভ করিলেও ) বা অফলে ( অথবা ফললাভ না করিলেও ) মম ( আমার ) গতিঃ ( গতি ) ॥ ৭ ॥

---

যিনি সিদ্ধিলাভ পর্য্যন্ত চিরদিন আমাকে নিজকৃত মনোহর লীলা দ্বারা অতি দুঃখময় পথ দিয়া লইয়া যাইতেছেন, যিনি সর্ব্বদা পৃথিবীতে আমার বুদ্ধিকে উত্তমরূপে পরিচালিত করিতেছেন, আমি সফলই হই আর নিষ্ফলই হই, সেই কল্যাণময়ী জননীই আমার গতি ॥৭ ॥

---

# অম্বা-স্তোত্রম্

( স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্ত্তৃক অনূদিত )

( ১ )

তুলি ঘোর উর্ম্মিভঙ্গে, মহাবর্ত্ত তার সঙ্গে,
এ ভবসাগরে কে মা খেলিতেছ বল না ?
শিবময়ী মূর্ত্তি তোর, শুভঙ্করি একি ঘোর,
সুখ দুঃখ ধরি করে কর সবে ছলনা।
এত কি তোমার কায, সদা ব্যস্ত বিশ্বমাঝ,
অশান্ত ধরায় কি গো শান্তিদান বাসনা ?

( ২ )

যে ছিঁড়েছে কর্ম্মপাশ, তারে করি চিরদাস,
নিত্যশান্তি সুধারাশি পিয়াতেছ জননি,
কার্য্য করি ফল চায়, কৃত ফল দিতে তায়,
সদাই আকুল তুমি ও গো হরঘরণি,
জানি মা তোমায় আমি, কর্ম্মপাশে বাঁধ তুমি,
বেঁধো না বরদে মোরে নাশ দুঃখরজনী।

( ৩ )

কি কারণে কার্য্যচয়, জগতে প্রকট হয়,
সুকৃত দুষ্কৃত কিম্বা ললাট লিখিত রে,
কেহ না দেখিয়া কূল, কহয়ে অদৃষ্ট-মূল,
ধর্ম্মাধর্ম্মে সুখ দুঃখ এ নহে নিশ্চিত রে,
স্বতন্ত্র বিধানে যাঁর, বদ্ধ আছে এ সংসার,
সে মূল শক্তির আমি সদাই আশ্রিত রে।

( ৪ )

যাঁহার বিভূতিচয়, লোকপাল সমুদয়,
যাঁদের অমিত শক্তি কোন্ বাধা মানে না,
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, যে সাগরে নিরবধি,
সে অনন্ত জলনিধি যাঁহাদের রচনা,
প্রকৃতিবিকৃতিকারী, এই সব কর্ম্মচারী,
যাঁর বলে বলীয়ান্, কর তাঁরি অর্চ্চনা।

( ৫ )

মা তোমার কৃপাদৃষ্টি, সমভাবে সুধাবৃষ্টি,
শত্রু মিত্র সকলের উপরেই করে গো,
সমভাবে ধনী দীনে, রক্ষা কর নিশিদিনে,
মৃত্যু বা অমৃত, দু'য়ে তব কৃপা ঝরে গো,
যাচি পদে নিরুপমে, ভুল না মা এ অধমে
শুভদৃষ্টি তব যেন সর্ব্বতাপ হরে গো।

( ৬ )

বিশ্বপ্রসবিনী তুমি, ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব আমি,
করিব তোমার স্তুতি বৃথা এই কল্পনা।
সীমাহীন দেশকালে, ধ'রে আছ বিশ্বজালে,
তোমায় ধরিতে হাতে উন্মাদের বাসনা,
আকিঞ্চন ভক্তিধন, রমাভাব্য যে চরণ,
সে পদে শরণ পাই এই মাত্র কামনা।

( ৭ )

স্বরচিত লীলাগার, মনোহর এ সংসার,
সুখ দুঃখ ল'য়ে যথা নানা খেলা খেলিছ,
পূর্ণ জ্ঞান দিবে তাই, জন্ম হতে সুখ নাই,
দুঃখপথ দিয়া মোর করে ধরি চলিছ,
সফল নিষ্ফল হই, কভু বুদ্ধিহারা নই,
তোমারি প্রসাদে তুমি সদা মোরে রাখিছ,
তুমি গতি মোর তাই স্নেহে মা গো পালিছ।

# শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক

### মিশ্র—চৌতাল

খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ গুণময় ॥
মোচন-অঘদূষণ (১), জগভূষণ, চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায় ॥
ভাস্বর ভাব-সাগর চির-উন্মদ প্রেম-পাথার।
ভক্তার্জ্জন-যুগলচরণ, তারণ ভব-পার ॥
জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর (২), জগদীশ্বর, যোগসহায়।
নিরোধন, সমাহিত মন নিরখি তব কৃপায় ॥
ভঞ্জন-দুঃখগঞ্জন (৩), করুণাঘন, কর্ম্ম-কঠোর। (৪)
প্রাণার্পণ-জগত-তারণ, কৃন্তন-কলিডোর ॥ (৫)
বঞ্চন-কামকাঞ্চন, অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়-রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ ॥
নির্ভয়, গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়মানসবান্।
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ, ত্যজি জাতিকুলমান ॥ (৬)

(১) মোচন-অঘদূষণ—যিনি, দূষণ অর্থাৎ মানুষকে দূষিত করে এমন যে অঘ অর্থাৎ পাপ তাহাকে মোচন করেন।

(২) জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর—যিনি যুগ-ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হন।

(৩) ভঞ্জন-দুঃখগঞ্জন—যিনি দুঃখের গঞ্জনাকে ভঞ্জন অর্থাৎ দূর করিয়াছেন।

(৪) কর্ম্মকঠোর—কর্ম্মে যিনি কঠোর অর্থাৎ দৃঢ়—কর্ম্মবীর।

(৫) কৃন্তন-কলিডোর—যিনি কলির বন্ধনকে ছেদন করিয়াছেন।

(৬) নিষ্কারণ……কুলমান—জাতিকুলমান না দেখিয়া যিনি বিনা কারণে ভক্তকে আশ্রয় দান করেন।

সম্পদ তব শ্রীপদ, ভব-গোষ্পদ-বারি যথায়।
প্রেমার্পণ, সমদরশন, জগজন-দুঃখ যায় ॥

---

[ পূর্ব্বে এই গানটি নিম্নলিখিত ভাবে রচিত হইয়াছিল ; কিন্তু সুরের বিভিন্নতার জন্য সাধারণ গায়কের পক্ষে গীতটি কঠিন হইয়া উঠে। সেই-জন্য স্বামীজি পরে উহার পূর্ব্বোক্তরূপ পরিবর্ত্তন করেন।

খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর নির্গুণ গুণময় ॥
নমো নমো প্রভু বাক্য-মনাতীত
মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার। (১)
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার ॥ ]

# শিব-সঙ্গীত

## (১)

কর্ণাটি—একতাল

তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা,
বোম্ বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল-মাল।
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উপরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক-ভাল।

---

(১) তমভঞ্জনহার—অজ্ঞানদূরকারী।

(২)

তাল—সুরফাঁকতাল

হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিণাকপাণি ॥
ঊর্দ্ধ জ্বলন্ত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল,
সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী ॥

## ॥কৃষ্ণ-সঙ্গীত

মূলতান—ঢিমা ত্রিতালী

মুঝে বারি বনোয়ারী সৈঁইয়া
যানেকো দে।
যানেকো দেরে সৈঁইয়া
যানেকো দে (আজু ভালা) ॥
মেরা বনোয়ারী, বাঁদি তুহারি
ছোড়ে চতুরাই সৈঁইয়া
যানোকো দে (আজু ভালা)
(মোরে সৈঁইয়া)) ।
যমুনাকি নীরে, ভরোঁ গাগরিয়া
জোরে (১) কহত সৈঁইয়া
যানেকো দে ॥

জোরে—জোড় হাত করিয়া ; করজোড়ে।

## খাম্বাজ—চৌতাল

একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামি-কাল-হীন,
দেশহীন, সর্ব্বহীন, ‘নেতি নেতি’ বিরাম যথায় ॥
সেথা হতে বহে কারণ-ধারা
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজালা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি,
অহমহমিতি সর্ব্বক্ষণ ॥
সে অপার-ইচ্ছা-সাগরমাঝে,
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ, কতই শকতি,
কত গতি স্থিতি কে করে গণন ॥
কোটি চন্দ্র, কোটি তপন
লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন,
করি দশদিক্ জ্যোতিঃ মগন ॥
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী,
সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য্য তারি কিরণ, যেই সূর্য্য সেই কিরণ ॥

# প্রলয় বা গভীর সমাধি

বাগেশ্রী—আড়া

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥

---

# সখার প্রতি

আঁধারে আলোক অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান;
প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, (১) হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান্‌?
দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান;
'স্বার্থ', 'স্বার্থ', সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার?
সাক্ষাৎ নরক স্বর্গময়, (২)—কেবা পারে ছাড়িতে সংসার?

(১) যেখানে ক্রন্দনটাই শিশুর জীবনের অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ, সেখানে বুদ্ধিমান্‌ কখনও সুখ প্রত্যাশা করেন না। এই সংসার মায়ার রাজ্য কি না, তাই সমস্ত বিপরীত দেখি—যথা দুঃখে সুখ অনুভব ইত্যাদি। এখানে মন্দ বস্তুকে ভাল বলিয়া বোধ হয়।

(২) নরক কদর্য্য স্থান, দুঃখের আলয় হইলেও, তাহা স্বর্গ, সুন্দর স্থান, আনন্দভূমি বলিয়া বোধ হয়। সেই একই ভাব,—'দুঃখে সুখ' ইত্যাদি।

কর্ম্ম-পাশ গলে বাঁধা যার—ক্রীতদাস বল কোথা যায় ?
যোগ-ভোগ, গৃহস্থ সন্ন্যাস, জপতপ ধন উপার্জ্জন,
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মর্ম্ম দেখেছি এবার ;
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীর ধারণ বিড়ম্বন ;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।
হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক ! এ জগতে নাহি তব স্থান ;
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত মর্ম্মর-মূরতি তা কি সয় ?
হও জড়প্রায় অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।
বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্দ্ধেক করেছি আয়ুঃক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ;
ধর্ম্মতরে করি কতমত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয় ;
নদীতীর পর্ব্বত গহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়।
অসহায়—ছিন্নবাস ধরে দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে কি ধন করিনু উপার্জ্জন ?
শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—
—মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম', 'প্রেম',—এই মাত্র ধন।
জীব, ব্রহ্ম, মানব, ঈশ্বর, ভূত, প্রেত আদি দেবগণ,
পশু, পক্ষী, কীট, অণুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে সবার।
'দেব', 'দেব' বল আর কেবা ? কেবা বল সবারে চালায় ?
পুত্রতরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে ! প্রেমের প্রেরণ !!

হয়ে বাক্য-মন অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।
রোগ, শোক, দারিদ্র্য-যাতনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বল কেবা কিবা করে?
ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্ত্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পলাবার—
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম?
ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল;
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয়;
হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জ্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
"দাও, দাও"—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান
ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

# "নাচুক তাহাতে শ্যামা"

[ এই কবিতায় কোমল ও কঠোর ভাবের চিত্র পাশাপাশি দেখান হইয়াছে। কোমলতা সকলের প্রিয়, তাহাও বলা হইয়াছে—"মন চায় হাসির হিন্দোল……" ইত্যাদি। কঠোরভাব কেহ চায় না, সকলেই উহা হইতে দূরে থাকিতে চায়। কিন্তু কোমলপ্রাণতা যদি দারিদ্র্য, দুঃখ, রোগ, মহামারী ইত্যাদি দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হয়, তবে সে কোমলতা যে যথার্থই দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা ও উহাকে দূর করিয়া সদাই মৃত্যুকে আলিঙ্গনে প্রস্তুত থাকাই যে বীরত্ব ও মনুষ্যত্ব এবং এইরূপ কঠোর ভাবুকের হৃদয়ে যে শ্যামা নৃত্য করেন, তাহা অপূর্ব্ব ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

ফুল্ল ফুল সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশে পাশে।
শুভ্র শশী যেন হাসি রাশি, যত স্বর্গবাসী বিতরিছে ধরাবাসে॥
মৃদুমন্দ মলয়পবন, যার পরশন, স্মৃতিপট দেয় খুলে।
নদী, নদ, সরসী-হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কত বা কমল দোলে॥
ফেনময়ী, ঝরে নির্ঝরিণী, তানতরঙ্গিণী, গুহা দেয় প্রতিধ্বনি।
স্বরময় পতত্রিনিচয়, (১) লুকায়ে পাতায়, শুনায় সোহাগবাণী॥
চিত্রকর, তরুণ ভাস্কর, স্বর্ণতুলিকর, ছোঁয় মাত্র ধরাপটে।
বর্ণখেলা ধরাতল ছায়, রাগ-পরিচয়, ভাবরাশি জেগে ওঠে॥

মেঘমন্দ্র কুলিশ-নিস্বন, মহারণ, ভূলোক-দ্যুলোক-ব্যাপী।
অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয় বায়ু॥
ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, রক্তকায় করাল বিজলী জ্বালা।
ফেনময় গর্জ্জি মহাকায়, ঊর্ম্মি ধায়, লঙ্ঘিতে পর্ব্বতচূড়া।
ঘোষে ভীম গম্ভীর ভূতল, টলমল রসাতল যায় ধরা।
পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে॥

(১) স্বরময় পতত্রিনিচয়—পক্ষিসমূহের যেন স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই, উহারা যেন কতকগুলি স্বরের সমষ্টিস্বরূপ।

শোভাময় মন্দির আলয়, হ্রদে নীলপয়, তাহে কুবলয়শ্রেণী।
দ্রাক্ষাফল-হৃদয়-রুধির, (১) ফেনশুভ্রশির, বলে মৃদু মৃদু বাণী ॥
শ্রুতিপথে বীণার ঝঙ্কার, বাসনা বিস্তার, রাগ তাল মান লয়ে।
কতমত ব্রজের উচ্ছ্বাস, গোপী-তপ্তশ্বাস, অশ্রুরাশি পড়ে বয়ে ॥
বিম্বফল যুবতী-অধর, ভাবের সাগর, নীলোৎপল দুটি আঁখি।
দুটি কর—বাঞ্ছা অগ্রসর, প্রেমের পিঞ্জর, তাহে বাঁধা প্রাণপাখী ॥

ডাকে ভেরী, বাজে ঝর্‌র্ ঝর্‌র্ দামামা নক্কাড়, বীর দাপে কাঁপে ধরা।
ঘোষে তোপ বব-বব-বম, বব-বব-বম বন্দুকের কড়কড়া ॥
ধূমে ধূম ভীম রণস্থল, গরজি অনল বমে শত জ্বালামুখী।
ফাটে গোলা লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায়, আসোয়ার
ঘোড়া হাতী ॥

পৃথ্বীতল কাঁপে থর থর, লক্ষ অশ্ববর—পৃষ্ঠে বীর—ঝাঁকে রণে।
ভেদি ধূম গোলা বরিষণ, গুলি স্বন্ স্বন্, শত্রুতোপ আনে ছিনে ॥
আগে যায় বীর্য্য-পরিচয় পতাকা-নিচয়, দণ্ডে ঝরে রক্তধারা।
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক দল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা ॥
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে।
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বীরকায়, তবু পিছে নাহি টলে ॥

দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত-বিহঙ্গম সঙ্গীত-সুধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে দুখের পার ॥

---

(১) মদ। দ্রাক্ষাফলের রস ( হৃদয় রুধির ) হইতে মদ প্রস্তুত হয় ; উহা গ্লাসে ঢালিলেই উপরটা সাদা ফেনাযুক্ত হয় ও মৃদু মৃদু শব্দ করে।

ছাড়ি হিম শশাঙ্কচ্ছটায়, কেবা বল চায়, মধ্যাহ্নতপন-জ্বালা।
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, স্নিগ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভালো ॥ (১)
সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুখে যার ভালবাসা।
সুখে দুখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা ॥
রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণ ধার, রুধির-উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী ॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া। (২)
করালিনি, কর মর্ম্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া ॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী ॥ (৩)
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময় কোথা যায় কেবা জানে
মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি, বিতরিছ জনে জনে ॥

(১) প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর······ভালো—চন্দ্রের প্রাণ সূর্য্য। কিন্তু সূর্য্যকে ছাড়িয়া চন্দ্রই সকলের ভাল লাগে! কোমল ভাব এতই সকলের প্রিয়!!

(২) সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী······মায়ার ছায়া—প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণই যেমন সত্য, স্নিগ্ধ চন্দ্র কিরণ যেমন তাহারই ছায়ামাত্র, রুদ্রভাবই সেইরূপ যথার্থ সত্যস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ আর কোমলভাব (সুখবনমালী) সেই রুদ্রভাবের ছায়ামাত্র। সুখবনমালী—অন্য কোন ভাবরাহিত্যবশতঃ বিলাসভাবোদ্দীপক। এই সকল ভাব আপাতমধুর হইলেও প্রাণদ, বলদ নহে।

(৩) মুণ্ডমালা······দানবজয়ী—কেবল মাত্র 'সুখময়' ভাবে কতদূর কাপুরুষত্ব আসিতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে। শ্যামামায়ে সাধন করিতে যাইয়া মার মুণ্ডমালা দেখিয়া 'ভয়ে ফিরে চায়' আর 'নাম দেয় দয়াময়ী'। অপিচ মাকে ভয়ে 'দানবজয়ী' বলে। এখানে সাধকের শ্যামা মায়ের উপর প্রেম, প্রীতি নাই—আছে তাহার স্থলে ভয়, কাপুরুষতা। শ্যামা তখন 'মা' নন, পরন্তু 'দয়াময়ী' ও 'দানবজয়ী'।

রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুখ চাও, সুখ হবে বলে, ভক্তিপূজাছলে স্বার্থ-সিদ্ধি মনে ভরা॥
ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাঁপে।
কাপুরুষ! দয়ার আধার! ধন্য ব্যবহার! মর্ম্ম কথা বলি কাকে? (১)
ভাঙ্গ বীণা প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ, যাক্ কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখ ভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

## "গাই গীত শুনাতে তোমায়"

গাই গীত শুনাতে তোমায়,
ভাল মন্দ নাহি গণি,
নাহি গণি লোকনিন্দা যশ কথা।
দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।

(১) ছাগকণ্ঠ····· কাকে—বলি দিতে গিয়া রক্ত দেখিয়া ভয়ে কম্পিতদেহ। ভয় অবসাদ ইত্যাদি দুর্ব্বলতার লক্ষণ। প্রেমে মানুষকে নির্ভীক করে। এদিকে স্বার্থসিদ্ধির আশায় হয় ত কাহারও সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই পূজার আয়োজন। কিন্তু রক্ত দেখিয়াই ভয়ে অস্থির!!

আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে,
তাই ফিরে দেখি তব হাসি মুখ।
ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই,
জন্মমৃত্যু মোর পদতলে।
দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে ;
তব গতি নাহি জানি !
মম গতি—তাহাও না জানি।
কেবা চায় জানিবারে ?
ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত,
জপ তপ সাধন ভজন,
আজ্ঞা তব, দিয়েছি তাড়ায়ে ;
আছে মাত্র জানাজানি আশ,
তাও প্রভু কর পার।
চক্ষু দেখে অখিল জগৎ,
না চাহে দেখিতে আপনায়, (১)
কেন বা দেখিবে ?
দেখে নিজ রূপ দেখিলে পরের মুখ।
তুমি আঁখি মম, তব রূপ সর্ব্ব ঘটে।
ছেলেখেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে ;

---

(১) চক্ষু দেখে······আপনায়—সমস্ত বিশ্বকে দেখিয়া চক্ষু আর আপনাকে দেখিতে চায় না। কারণ পরে বর্ণিত হইয়াছে।

শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
নির্ব্বাক্ আনন, ছল ছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে ।
অমনি যে ফিরি, তব পায় ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি ।
তুমি নাহি কর রোষ ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা ?
প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর ।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি ;
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোব,
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী ।
সিন্ধুরোলে তব হুহুঙ্কার,
চন্দ্রসূর্য্যে তোমারি বচন,
মৃদুমন্দ পবন—আলাপ,
এ সকল সত্য কথা ।
কিন্তু মানি অতি স্থূল ভাব,
তত্ত্বজ্ঞের এ নহে বারতা ।
সূর্য্যচন্দ্র চল গ্রহ তারা,
কোটি কোটি মণ্ডলীনিবাস
ধূমকেতু বিজলি আভাস,
সুবিস্তৃত অনন্ত আকাশ মন দেখে ।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি,

ভঙ্গ যথা তরঙ্গ-লীলার
বিদ্যা অবিদ্যার ঘর,
জন্ম জরা জীবন মরণ,
সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বভরা,
কেন্দ্র যার অহমহমিতি,
ভুজদ্বয়—বাহির অন্তর,
আসমুদ্র আসূর্য্যচন্দ্রমা,
আতারক অনন্ত আকাশ,
মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার,
দেব যক্ষ মানব দানব,
পশু পক্ষী কৃমি কীটগণ,
অণুক দ্ব্যণুক জড়জীব
সেই সমক্ষেত্রে অবস্থিত।
স্থূল অতি এ বাহ্য বিকাশ,
কেশ যথা শিরঃপরে।

মেরুতটে হিমানী পর্ব্বত,
যোজন যোজন সে বিস্তার;
অভ্রভেদী নিরভ্র আকাশে
শত উঠে চূড়া তার।
ঝকমকি জ্বলে হিমশিলা
শত শত বিজলি-প্রকাশ।

উত্তর অয়নে বিবস্বান্,
একীভূত সহস্রকিরণ,
কোটি বজ্রসম করধারা
ঢালে যবে তাহার উপর,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূর্চ্ছিত ভাস্কর,
গলে চূড়া শিখর গহ্বর,
বিকট নিনাদে খ'সে পড়ে গিরিবর,
স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে।
সর্ব্ব বৃত্তি মনের যখন
একীভূত তোমার কৃপায়,
কোটি সূর্য্য অতীত প্রকাশ,
চিৎসূর্য্য হয় হে বিকাশ,
গলে যায় রবি শশী তারা,
আকাশ পাতাল তলাতল,
এ ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ সমান।
বাহ্যভূমি অতীত গমন,
শান্ত ধাতু, মন আস্ফালন নাহি করে,
শ্লথ হৃদয়ের তন্ত্রী যত,
খুলে যায় সকল বন্ধন,
মায়ামোহ হয় দূর,
বাজে তথা অনাহত নাদ-ধ্বনি তব বাণী ;
শুনি সসম্ভ্রমে, দাস তব প্রস্তুত সতত
সাধিতে তোমার কায।

"আমি বর্ত্তমান।
প্রলয়ের কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি' যবে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
সে মহা নির্ব্বাণ, নাহি কর্ম্ম করণ কারণ,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে,
আমি বর্ত্তমান।

"আমি বর্ত্তমান।
প্রলয়ের কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি' যবে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে,
ত্রিশূন্য জগৎ শান্ত সৰ্ব্বগুণভেদ,
একাকার সূক্ষ্মরূপ শুদ্ধ পরমাণুকায়
আমি বর্ত্তমান।

"আমি হই বিকাশ আবার।
মম শক্তি প্রথম বিকার,

আদি বাণী প্রণব ওঙ্কার
বাজে মহাশূন্য পথে,
অনন্ত আকাশ শোনে মহানাদ-ধ্বনি,
ত্যজে নিদ্রা কারণমণ্ডলী,
পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু ;
লম্ফঝম্ফ আবর্ত্ত উচ্ছ্বাস
চলে কেন্দ্র প্রতি, দূর অতি দূর হতে ;
চেতন পবন তোলে উর্ম্মিমালা
মহাভূত-সিন্ধুপরে ;
পরমাণু আবর্ত্ত বিকাশ,
আস্ফালন পতন উচ্ছ্বাস,
মহাবেগে ধায় সে তরঙ্গরাজি,
অনন্ত অনন্ত খণ্ড তার
উৎসারিত প্রতিঘাত-বলে,
ছোটে শূন্যপথে খগোলমণ্ডলীরূপে ;
ধায় গ্রহ তারা,
ফেরে পৃথ্বী মনুষ্য-আবাস।

"আমি আদি কবি,
মম শক্তিবিকাশ রচনা
জড় জীব আদি যত

আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া-সনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।

"আমি আদি কবি,
মম শক্তিবিকাশ রচনা
জড় জীব আদি যত।
মম আজ্ঞাবলে
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী-উপর,
গর্জ্জে মেঘ অশনি-নিনাদ ;
মৃদুমন্দ মলয় পবন
আসে যায় নিশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে ;
ঢালে শশী হিম-করধারা,
তরুলতা করে আচ্ছাদন ধরাবপু ;
তোলে মুখ শিশিরমার্জ্জিত
ফুল্ল ফুল রবি-পানে !"

---

## সাগর-বক্ষে।*

নীলাকাশে ভাসে মেঘকুল,
শ্বেত কৃষ্ণ বিবিধ বরণ—
তাহে তারতম্য তারল্যের ;

* দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে স্বামীজি এই কবিতা রচনা করেন। সম্ভবতঃ তিনি সে সময়ে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বভাগ অতিক্রম করিতেছিলেন।

পীত ভানু মাঙ্গিছে বিদায়,
রাগচ্ছটা জলদ দেখায়।

বহে বায়ু আপনার মনে,
প্রভঞ্জন করিছে গঠন,
ক্ষণে গড়ে, ভাঙ্গে আর ক্ষণে,
কত মত সত্য অসম্ভব—
জড়, জীব, বর্ণ, রূপ, ভাব।

ঐ আসে তুলারাশি সম,
পরক্ষণে হের মহানাগ,
দেখ সিংহ বিকাশে বিক্রম,
আর দেখ প্রণয়ীযুগল ;
শেষে সব আকাশে মিলায়।

নীচে সিন্ধু গায় নানা তান ;
মহীয়ান্, সে নহে, ভারত !
অম্বুরাশি বিখ্যাত তোমার ;
রূপরাগ হ'য়ে জলময়
গায় হেথা, না করে গর্জ্জন।

## HOLD ON YET A WHILE, BRAVE HEART.

(*Written to H. H. the Maharajah of Khetri.*)

If the sun by the cloud is hidden a bit,
If the welkin shows but gloom,
Still hold on yet a while, brave heart,
The victory is sure to come.

No winter was but summer came behind,
Each hollow crests the wave,
They push each other in light and shade;
Be steady then and brave.

The duties of life are sore indeed,
And its pleasures fleeting vain,
The goal so shadowy seems and dim;
Yet plod on through the dark, brave heart,
With all thy might and main.

Not a work will be lost, no struggle vain,
Through hopes be blighted, powers gone,
Of thy loins shall come the heirs to all,
Then hold on yet a while, brave soul,
No good is e'er undone.

Though the good and the wise in life are few,
Yet theirs are the reins to lead;
The masses know but late the worth.
Heed none and gently guide

With thee are those who see afar,
With thee is the Lord of might,
All blessings pour on thee, great soul,
To thee may all come right.

## REQUIESCAT IN PEACE.*

Speed forth, O Soul, upon thy star-strewn path;
Speed, blissful one, where thought is ever free,
Where time and sense no longer mist the view,
Eternal peace and blessings be on thee!

Thy service true, complete thy sacrifice,
Thy home, the heart of love transcendent find;
Remembrance sweet, that kills all space and time,
Like altar-roses, fill thy place behind!

Thy bonds are broke, thy quest in bliss is found,
And one with That which comes as Death and Life
Thou helpful one, unselfish e'er on earth,
Ahead, still help with love this world of strife!

* May he rest in peace.
Written in memoriam to J. J. Goodwin, Aug. 1898.

## THE SONG OF THE SANNYASIN.*

Wake up the note ! the song that had its birth
Far off, where worldly taint could never reach—
In mountain caves, and glades of forest deep ;
Whose calm no sigh for lust or wealth or fame
Could ever dare to break ; where rolled the stream
Of knowledge, truth, and bliss that follows both.
Sing high that note, Sannyasin bold ! say
"Om tat sat Om" !

Strike off thy fetters ! Bonds that bind thee down,
Of shining gold or darker, baser ore ;
Love, hate—good, bad—and all the dual throng,
Know slave is slave, caressed or whipped, not free,
For fetters, though of gold, are not less strong to bind ;
Then, off with them, Sannyasin bold ! say
"Om tat sat Om" !

Let darkness go ! The will-o'-the-wisp that leads
With blinking light to pile more gloom on gloom—
This thirst for life, for ever quench ; it drags
From birth to death, and death to birth, the soul.
He conquers all who conquers self. Know this
And never yield, Sannyasin bold ! say
"Om tat sat Om" !

* Composed at the Thousand Islands Park, New York, in July 1895.

"Who sows must reap," they say, and "Cause must bring
The sure effect ; good, good ; bad, bad ; and none
Escape the law. But who so wears a form
Must wear the chain." Too true ; but far beyond
Both name and form is Atman ever free.
Know thou art That, Sannyasin bold ! say
"Om tat sat Om" !

They know no truth who dream such vacant dreams
As father, mother, children, wife and friend.
The sexless Self—whose father He ? whose child ?
Whose friend, whose foe is He who is but one ?
The Self is all in all, none else exists ;
And thou art That, Sannyasin bold ! say
"Om tat sat Om" !

There is but One—the Free—the Knower—Self !
Without a name, without a form, or stain.
In Him is Maya, dreaming all this dream.
The Witness, He appears as nature, soul.
Know thou art That, Sannyasin bold ! say
"Om tat sat Om" !

Where seekest thou ? That freedom, friend, this world
Nor that can give. In books and temples
Vain thy search. Thine only is the hand that holds
The rope that drags thee on. Then cease lament,
Let go thy hold, Sannyasin bold ! say
"Om tat sat Om" !

Say "Peace to all ! From me no danger be
To aught that lives. In those that dwell on high,
In those that lowly creep. I am the Self of all.
All life, both here and there, do I renounce,
All heavens, earths and hells, all hopes and fears."
Thus cut thy bonds, Sannyasin bold ! say
"Om tat sat Om" !

Heed then no more how body lives or goes,
Its task is done. Let Karma float it down ;
Let one put garlands on, another kick
This frame : say naught. No praise or blame can be
Where praiser, praised and blammer, blamed are one.
Thus be thou calm, Sannyasin bold ! say
"Om tat sat Om" !

Truth never comes where lust and fame and greed
Of gain reside. No man who thinks of woman
As his wife can ever perfect be ;
Nor he who owns however little, nor he
Whom anger chains, can ever pass through Maya's gates ;
So give these up, Sannyasin bold ! say
"Om tat sat Om" !

Have thou no home. What home can hold thee, friend ?
The sky thy roof ; the grass thy bed ; and food,
What chance may bring, well cooked or ill, judge not.
No food or drink can taint that noble self
Which knows itself. The rolling river be
Thou ever, Sannyasin bold ! say
"Om tat sat Om" !

Few only know the truth ; the rest will hate
And laugh at thee, great one ; but pay no heed.
Go thou, the free, from place to place, and help
Them out of darkness, Maya's veil, without
The fear of pain or search for pleasure ; go
Beyond them both, Sannyasin bold ! say
"Om tat sat Om" !

Thus, day by day, till Karma's powers spent
Release the soul for ever. No more is birth,
Nor I nor thou, nor God nor man. The "I"
Became the All, the All is "I" and Bliss.
Know thou art That, Sannyasin bold ! say
"Om tat sat Om" !

---

## TO THE AWAKENED INDIA. *

Once more awake !
For sleep it was, not death, to bring the life
Anew, and rest to lotus-eyes, for visions
Daring yet. The world in need awaits, O Truth !
No death for thee !

Resume thy march,
With gentle feet that would not break the
Peaceful rest, even of the road side dust
That lies so low. Yet strong and steady,
Blissful, bold and free. Awakener, ever
Forward ! Speak thy stirring words.

* Written in August 1898 on the occasion of the transfer of the magazine *Prabuddha Bharata* or *Awakened India* from Madras to Almora.

Thy home is gone,
Where loving hearts had brought thee up, and
Watched with joy thy growth. But Fate is strong ;
This the law—all things come back to the source
Their strength to renew.

Then start afresh,
From the land of thy birth, where vast cloud-belted
Snows do bless and put their strength in thee,
For working wonders anew. The heavenly
River tune thy voice to her own immortal song ;
Deodar shades give thee eternal peace.

And all above.
Himala's daughter Uma, gentle, pure,
The Mother that resides in all as Power
And Life, Who works all works, and
Makes of One the world, Whose mercy
Opes the gate to truth and shows
The One in All, give thee untiring
Strength, which is Infinite Love.

They bless thee all,
The seers great whom age nor clime
Can claim their own, the fathers of the
Race, who felt the heart of Truth the same,
And bravely taught to man ill-voiced or
Well. Their servant, thou hast got
The Secret—'tis but One.

Then speak, O Love !—
Before thy gentle voice serene, behold how
Visions melt, and fold on fold of dreams
Departs to void, till Truth and Truth alone,
In all its glory shines.

And tell the world—
Awake, arise, and dream no more !
This is the land of dreams, where Karma
Weaves unthreaded garlands with our thoughts,
Of flowers sweet or noxious,—and none
Has root or stem, being born in naught, which
The softest breath of Truth drives back to
Primal nothingness. Be bold and face
The Truth ! Be one with it ! Let visions cease,
Or, if you cannot, dream then truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.

## প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি

( স্বামী প্রজ্ঞানন্দ কর্তৃক অনূদিত )

( ১ )

জাগো আরো একবার !
মৃত্যু নহে, এ যে নিদ্রা তব,
জাগরণে পুন সঞ্চারিতে
নবীন জীবন, আরো উচ্চ
লক্ষ্য ধ্যান তরে, প্রদানিতে

বিরাম পঙ্কজ-আঁখি-যুগে।
হে সত্য! তোমার তরে হের
প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন,
—তব মৃত্যু নাহি কদাচন।

( ২ )

হও পুন অগ্রসর,
তব সেই ধীর পদক্ষেপে
নাহি যাহে হরে শান্তি তার,—
নিরুদ্বেগে পথিপার্শ্বে স্থিত
দীন হীন ধূলি-কণিকার;
শক্তিমান্ তবু, মতি স্থির
আনন্দ মগন, মুক্ত, বীর;
হে সুপ্তিনাশন, চিরাগ্রণি!
ব্যক্ত কর তব বজ্রবাণি।

( ৩ )

লুপ্ত সে জনম-গৃহ,
যেথা বহু স্নেহসিক্ত হিয়া
পালিলা শৈশবে, হর্ষভরে
নিরখিলা যৌবন-উন্মেষ;
কিন্তু হের নিয়তি সে ধরে
অমোঘ প্রভাব,—স্পষ্ট যাহা
প্রকৃতি-নিয়মে সবে ফিরে

যেথা স্থান উদ্ভব-কারণ
লভিবারে প্রাণশক্তি পুনঃ।

( ৪ )

উরহ আবার তবে,
সেই তব জন্মস্থান হ'তে,
হিম-স্তূপ অভ্রকটিহার
আশীষিবে যেথায় সতত,
---শক্তি দিবে করিয়া সঞ্চার
নব নব অসাধ্য সাধনে ;
যেথা সুরনদী তব স্বর
বাঁধিবে অমর গীতি-সুরে ;
দেবদারু ছায়া বিধানিবে
নিত্য শান্তি যেথা তব শিরে

( ৫ )

সর্ব্বোপরি, যিনি উমা
শান্তপূতা হিমগিরিসুতা---
শক্তিরূপে প্রাণরূপে আর
জননী যে সর্ব্বভূতে স্থিতা,
কার্য্য যাহা সবি কার্য্য যাঁর,
এক ব্রহ্ম করে প্রপঞ্চিত,
কৃপা যাঁর সত্যের দুয়ার
খুলি এক বহুতে দেখায়,

দিবে শক্তি সে জননী তোমা
ক্লান্তিহীন, স্বরূপ যাঁহার
অসীম সে প্রেম পারাবার।

( ৬ )

আশীষিবে তোমা তাঁরা
পরমর্ষি সবে, যাঁহাদের
কোন দেশ, কোন কাল নারে
শুধু আপনার বলিবারে,
—এ জাতির জনয়িতৃগণ—
সত্যের মরম যাঁরা সবে,
একই রূপ করি অনুভব,
নিঃসঙ্কোচে প্রচারিল ভবে
ভাল মন্দ যেমন ভাষায়,
তুমি দাস তাঁহাদের, তায়
লভিয়াছ রহস্য সে মূল
—বস্তু এক, ইথে নাহি ভুল।

( ৭ )

হে প্রেম! কহ সে তব
শান্ত স্নিগ্ধবাণী, মায়া-সৃষ্টি
যাহার স্পন্দনে লয় পায়,
স্তরে স্তরে ছায়াস্বপ্ন আর
হের সব শূন্যেতে মিলায়.

অবশেষে সত্য নিরমল
"স্বে মহিন্নি" বিরাজে কেবল।

( ১৮ )

কহ আর বিশ্বজনে—
উঠ, জাগ, স্বপ্ন নহে আর।
স্বপন রচনা সুধু ভবে—
কর্ম্ম হেথা গাঁথে মালা যার
নাহি সূত্র, বৃন্তমূলহীন
ভাল মন্দ পুষ্প ভাবনার,
জন্ম লভে গর্ভে অসতের,
সত্যের মৃদুল শ্বাসে ধায়
আদিতে যে শূন্য ছিল তায়!
অভী হও, দাঁড়াও নির্ভয়ে
সত্যগ্রাহী, সত্যের আশ্রয়ে,
মিশি সত্যে যাও এক হ'য়ে,
মিথ্যা কর্ম্ম-স্বপ্ন ঘুচে যাক্—
কিংবা থাকে স্বপ্নলীলা যদি,
হের সেই, সত্যে গতি যার,
থাক্ স্বপ্ন নিষ্কাম সেবার
আর থাক্ প্রেম নিরবধি।

## ANGELS UNAWARES *

### I

One bending low with load—of life
That meant no joy, but suffering harsh and hard,—
And wending on his way through dark and dismal paths,
Without a flash of light from brain or heart
To give a moment's cheer,—till the line
That marks out pain from pleasure, death from life,
And good from what is evil, was well-nigh wiped from
sight,—
Saw, one blessed night, a faint but beautiful ray of light
Descend to him He knew not what or wherefrom,
But called it God and worshipped.
Hope, an utter stranger, came to him, and spread
Through all his parts, and life to him meant more
Than he could ever dream, and covered all he knew,
Nay, peeped beyond his world. The "Sages"
Winked, and smiled, and called it "Superstition."
But he did feel its power and peace
And gently answered back,—
"O Blessed Superstition !"

### II

One drunk with wine of wealth and power
And health to enjoy them both, whirled on
His maddening course,—till the earth, he thought,
Was made for him, his pleasure-garden, and man,

* Written in November, 1898.

The crawling worm, was made to find him sport.
Till the thousand lights of joy, with pleasure fed,
That flickered day and night before his eyes,
With constant change of colours—began to blur
His sight and cloy his senses ; till selfishness,
Like a horny growth, had spread all o'er his heart ;
And pleasure meant to him no more than pain,—
Bereft of feeling ; and life in the sense,
So joyful, precious once, a rotting corpse between his arms,
Which he forsooth would shun. but more he tried, the more
It clung to him ; and wished, with frenzied brain,
A thousand forms of death but quailed before the charm.
Then sorrow came,—and Wealth and Power went,—
And made him kinship find with all the human race
In groans and tears, and though his friends would laugh,
His lips would speak in grateful accents,—
"O Blessed Misery !"

## III

One born with healthy frame,—but not of will
That can resist emotions deep and strong,
Nor impulse throw, surcharged with potent strength,—
And just the sort that pass as good and kind,
Beheld that *he* was safe, whilst others long
And vain did struggle 'gainst the surging waves :
Till morbid grown, his mind could see,—like flies
That seek the putrid part,—but what was bad.
Then Fortune smiled on him, and his foot slipped,
That ope'd his eyes for e'er and made him find
*That stones and trees ne'er break the law,*

*But stones and trees remain ;* that man alone
Is blest with power to fight and conquer Fate,
Transcending bounds and laws.
From him his passive nature fell, and life appeared
As broad and new and broader newer grew,
Till light ahead began te break, and glimpse of That
Where Peace Eternal dwells,—yeat one can only reach
By wading through the sea of struggles,—courage-giving
came.
Then, looking back on all that made him kin
To stocks and stones, and on to what the world
Had shunned him for, his fall, he blessed the fall,
And with a joyful heart declared it,—
"Blessed Sin !"

## KALI THE MOTHER.

The stars are blotted out,
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant, sonant,
In the roaring whirling wind
Are the souls of a million lunatics,—
Just loose from prison-house,—
Wrenching trees by the roots,
Sweeping all from the path.
The sea has joined the fray,
And swirls up mountain-waves,
To reach the pitchy sky —
The flash of lurid light

Reveals on every side
A thousand, thousand shades
Of Death begrimmed and black –
Scattering plagues and sorrows,
Dancing mad with joy ;
Come, Mother, come !
For Terror is Thy name !
Death is in Thy breath.
And every shaking step
Destroys a world for e'er,
Thou Time, the All-Destroyer !
Come, O Mother, Come !
Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction's dance,
To him the Mother comes.

# মৃত্যুরূপা মাতা

( ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক অনূদিত )

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য-বায়ুবেগ !
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে !
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায় ! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,

প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়।
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে—
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।

## PEACE.*

Behold, it comes in might,
The Power that is not power,
The light that is in darkness,
The shade in dazzling light.

It is joy that never spoke,
And grief unfelt, profound,
Immortal life unlived,
Eternal death unmourned.

It is not joy nor sorrow,
But that which is between,
It is not night nor morrow,
But that which joins them in.

Compos d at Ridgeley Man r, New York, 1899.

It is sweet rest in music,
And pause in sacred art;
The silence between speaking;
Between two fits of passion—
It is the calm of the heart.

It is beauty never seen,
And love that stands alone,
It is song that lives unsung,
And knowledge never known.

It is death between two lives,
And lull between two storms,
The void whence rose creation,
And that where it returns.

To it the tear-drop goes,
To spread the smiling form.
It is the Goal of life,
And Peace—its only home!

## WHO KNOWS HOW MOTHER PLAYS.

Perchance a prophet thou—
Who knows? who dares touch
The depths where Mother hides
Her silent failless bolts!

Perchance the child had glimpse
Of shades, behind the scenes,
With eager eyes and strained,
Quivering forms—ready

To jump in front and be
Events, resistless, strong.
Who knows but Mother, how,
And where, and when, they come?

Perchance the shining sage
Saw more than he could tell,
Who knows, what soul and when,
The Mother makes Her throne?

What law would freedom bind?
What merit guide Her will,
Whose freak is great'st order,
Whose will resistless law?

To child may glories open,
Which father never dreamt;
May thousand-fold in daughter,
Her powers Mothers tore.

---

## NIRVANASHATKAM OR THE SIX STANZAS ON NIRVANA.*

I am neither the mind, nor the intellect, nor the ego, nor the mind-stuff;
I am neither the body, nor the changes of the body;
I am neither the senses of hearing, taste, smell or sight,
Nor am I the ether, the earth, the fire, the air;
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute;—
I am He, I am He. (*Shivoham*, *Shivoham*).

* A poem of Sankaracharya translated by Swami Vivekananda.

I am neither the Prana, nor the five vital airs ;<br>
I am neither the materials of the body nor the five sheaths ;<br>
Neither am I the organs of action, nor object of the senses ;<br>
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute ;—<br>
I am He, I am He. (*Shivoham*, *Shivoham*).

I have neither aversion nor attachment, neither greed nor delusion ;<br>
Neither egotism nor envy, neither Dharma nor Moksha ;<br>
I have neither desire nor objects of desire ;<br>
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute ;—<br>
I am He, I am He. (*Shivoham Shivoham.* )

I am neither sin nor virtue, neither pleasure nor pain ;<br>
Nor temple nor worship, nor pilgrimage nor Scriptures,<br>
Neither the act of enjoying, the enjoyable nor the enjoyer ;<br>
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute ;—<br>
I am He, I am He (*Shivoham, Shivoham*).

I have neither death nor fear of death, nor caste ;<br>
Nor was I ever born, nor had I parents, friends and relations ;<br>
I have neither Guru nor disciple ;<br>
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute ;—<br>
I am He, I am He (*Shivoham, Shivoham*).

I am untouched by the senses; I am neither Mukti nor
Knowable,
I am without form, without limit, beyond space, be-
yond time ;
I am in every thing ; I am the basis of the universe ;
everywhere am I.
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss
Absolute ;—
I am He, I am He. (*Shivoham. Shivoham*).

---

## নির্ব্বাণষট্‌কম্‌। ( আত্মষট্‌কম্‌ )

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌॥ ১

ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ু-
র্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্‌পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ু
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌॥ ২

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌॥ ৩

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন দেবা ন যজ্ঞাঃ।

অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুত্বাচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয়-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্

## TO THE FOURTH OF JULY.

[ It is well-known that the Swami Vivekananda's death ( or resurrection, as some of us would prefer to call it ! ) took place on the 4th of July 1902. On the 4th of July 1898, he was travelling, with some American disciples, in Kashmir, and as part of a domestic conspiracy for the celebration of the day—the anniversary of the Declaration of American Independence—he composed the following poem, to be read aloud at the early breakfast. The poem itself fell to the keeping of *Sthira Mata*.]

Behold, the dark clouds melt away,
That gathered thick at night, and hung

So like a gloomy pall, above the earth !
Before thy magic touch, the world
Awakes. The birds in chorus sing.
The flowers raise their star-like crowns,
Dew-set, and wave thee welcome fair.
The lakes are opening wide in love,
Their hundred thousand lotus-eyes,
To welcome thee, with all their depth.
All hail to thee, Thou Lord of Light,
A welcome new to thee, to-day.
Oh Sun ! To-day thou sheddest *Liberty* !

Bethink thee how the world did wait,
And search for thee, through time and clime.
Some gave up home and love of friends,
And went in quest of thee, self-banished,
Through dreary oceans, through primeval forests,
Each step a struggle for their life or death,
Then came the day when work bore fruit,
And worship, love, and sacrifice,
Fulfilled, accepted, and complete.
Then thou, propitious, rose to shed
The light of *Freedom* on mankind.

Move on, Oh Lord, in thy resistless path !
Till thy high noon o'ersprad the world,
Till every land reflect thy light,
Till men and women, with uplifted head,
Behold their shackles broken, and
Know, in springing joy, their life renewed !

## MY PLAY IS DONE.

*Written in the spring of 1895 at New York, U.S.A.*

Ever rising, ever falling with the waves of time,
still rolling on I go
From fleeting scene to scene ephemeral,
with life's currents' ebb and flow.
Oh ! I am sick of this unending farce ;
these shows they please no more,
This ever runniug, never reaching,
nor e'en a distant glimpse of shore !
From life to life I'm waiting at the gates,
alas, they open not.
Dim are my eyes with vain attempt to catch
one ray long sought.
On little life's high, narrow bridge I stand
and see below
The struggling, crying, laughing throng.
For what ? No one can know.
In front yon gates stand frowning dark,
and say : "No farther way.
This is the limit ; tempt not Fate,
bear it as best you may ;
Go, mix with them and drink this cup
and be as mad as they.
Who dares to know but comes to grief ;
stop then, and with them stay."
Alas for me, I cannot rest This floating, bubble earth,
Its hollow form, its hollow name, its
hollow death and birth,

For me is nothing. How I long to get beyond the crust
Of name and form ! Ah, ope the the gates ;
to me they open must.
Open the gates of light, O Mother, to me Thy tired son.
I long, oh, long to return home !
Mother, my play is done.
You sent me out in the dark to play.
and wore a frightful mask,
Then hope departed, terror came, and play
became a task.
Tossed to and fro, from wave to wave in this
seething surging sea
Of passions strong and sorrows deep,
grief *is*, and joy *to be*,
Where life is leaving death, alas ! and death,—
who knows but 'tis
Another start, another round of this old wheel
of grief and bliss ?
Where children dream bright, golden dreams,
too soon to find them dust,
And aye look back to hope long lost and life a mass
of rust !
Too late the knowledge age doth gain ;
scarce from the wheel we're gone
When fresh, yonng lives put their strength
to the wheel, which thus goes on
From day to day and year to year,
'Tis but delusion's toy,
False hope its motor ; desire, nave ;
its spokes are grief and joy.

I go adrift and know not whither,
Save me from this fire!
Rescue me, merciful Mother, from floating with desire!
Turn not to me Thy awful Face, 'tis more than
I can bear,
Be merciful and kind to me, to chide my faults forbear.
Take me, O Mother, to those shores where
strifes for ever cease;
Beyond all sorrows, beyond tears, beyond
e'en earthly bliss;
Whose glory neither sun, nor moon,
nor stars that twinkle bright,
Nor flash of lightning can express,
They but reflect its light.
Let never more delusive dreams veil off
Thy face from me.
My play is done, O Mother, break my chains
and make me free!

## THE CUP.

This is your cup—the cup assigned to you
From the beginning. Nay, My child, I know
How much of that dark drink is your own brew
Of fault and passion, ages long ago.
In the deep years of yesterday, I know.
This is your road—a painful road and drear.
I made the stones that never give you rest.

I set your friend in pleasant ways and clear,
And he shall come, like you, unto My breast.
But you, My child, must travel here.
This is your task. It has no joy nor grace;
But it is not meant for any other hand,
And in My universe hath measured place,
Take it. I do not bid you understand.
I bid you close your eyes to see My face.

---

## পেয়ালা

(অনুবাদ)

এই লহ তব পেয়ালা, বৎস !
পেয়ালা তোমার তরে,
আদি যুগ হতে উপচিত এ যে,
দিলাম তোমার করে ।
না, না, সে যে জানা আছে গো, রে বাছা,
এ কাল পানীয় ঘোর
তোমারই স্বকর-মন্থিত সুরা,
উদ্‌ভুত আঁখি-লোর ;
অতীত কালের শত অপরাধ,
বাসনার মোহ শতে
জানি আমি, ও রে জানি রে কতই
গভীর সুদূর হতে ।
এ মহাদুর্গম, ভীম পথ বাহি'
পথিক চল হে তুমি,

আমারই রচনা শিলা-দুর্ব্বার—
তোমার প্রয়াণ-ভূমি।
বিরাম-বিহীন এই পথ তব,
অপর সে পথ ধরি',
সখা সে তোমার আসিবে চলিয়া
রমণীয়! আহা মরি!
তোমার মতন সেও একদিন
বক্ষেরই মাঝে মোর
আসিয়া লভিবে পরম যে সুখ,
পথ তবু ওই তোর।
এই লহ মাথে করমের ভার,
দুঃসহ সবিশেষ,
নিঠুর কঠোর এই কাজ তোর,
অপরের নহে লেশ।
আমারই সৃষ্টি-বিলসন মাঝে
এর আছে, আছে স্থান,
এরও স্বীকৃত, এর যথাযথ
দেব, দেব আমি মান।
বিধান তোমার ইহাই, বৎস,
জ্ঞানেতে পাবি না ধরা,
চোখ বোজ শুধু, বলি তোরে আজ,
বুজে দেখ মোরে ত্বরা॥

## MISUNDERSTOOD.

*Written to a Disciple*

In days of yore
On Ganga's shore, preaching,
A hoary priest was teaching—
How Gods they come
As Sita-Ram,
And gentle Sita pining, weeping.

The sermons end,
They homeward wend their way—
The hearers musing, thinking.

When from the crowd
A voice aloud
This question asked beseeching; seeking—
Sir, tell me pray,
But who were they,
This Sita-Ram you were teaching, speaking !

So may you well
Allow me tell—
You mar my doctrines wronging, baulking.

I never thought
Such queer taught,
That all was God—unmeaning talking !

But this I say
Remember pray,

That God is *true*, all else is ***nothing*** !
This world 's a dream,
Though true it seem,
And only Truth is *He*, the living !
The real ***me*** is none but He—
And never never ***matter*** changing !

## THE SONG OF THE FREE.

The wounded snake its hood unfurls,
The flame stirred up doth blaze,
The desert air resounds the calls
Of heart-struck lion's rage—

The cloud puts forth its deluge strength
When lightning cleaves its breast,
When the soul is stirred to its inmost depth,
Great ones unfold their best.

Let eyes grow dim, and heart grow faint,
And friendship fail, and love betrary,
Let Fate its hundred horrors send,
And clotted darkness block the way—

All nature wear one angry frown
To crush you out—still know, my Soul,
You are Divine—march on and on,
Nor right, nor left, but to the goal !

Nor angel I, nor man, nor brute,
Nor body, mind, nor he, nor she.
The books do stop in wonder mute
To tell my nature ;—I am He !

Before the Sun, the Moon, the Earth,
Before the Stars or Comets free,
Before e'en Time has had its birth,
I was, I am and I will be !

The beauteous earth, the glorious sun,
The calm sweet moon, the spangled sky,
Causation's laws do make them run,
They live in bonds, in bonds they die—

And mind its mantle dreamy net,
Casts o'er them all and holds them fast,
In warp and woof of thought are set
Earth, hells and heavens, or worst, or best.

Know these are but the outer crust—
All space and time, all effect, cause,
I am beyond all sense, all thought,
The Witness of the Universe !

Not two or many, 'tis but one,
And thus in me all one's I have,
I cannot hate, I cannot shun
Myself from me—I can but love !

From dreams awake, from bonds be free,
Be not afraid—this mystery,
My shadow cannot frighten me!
Know once for all, that I am He!

## জীবন্মুক্তের গীতি।

( শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক অনূদিত )

বিস্তারে বিশাল ফণা দলিতা ফণিনী,
প্রজ্বলিত হুতাশন যথা সঞ্চালনে,
শূন্য ব্যোম-পথে যথা উঠে প্রতিধ্বনি
মর্ম্মাহত কেশরীর কুপিত গর্জ্জনে;

প্লাবনের ধারা ঢালে যথা মহা ঘন,
দামিনী দলকে তার হৃদি বিদারিয়া,
আত্মার গভীর দেশে করিলে স্পন্দন,
মহদাত্মা উচ্চ তত্ত্ব দেয় প্রকাশিয়া।

স্তিমিত হউক নেত্র, অন্তর মূর্চ্ছিত,
বিফল বন্ধুত্ব—প্রেমে প্রতারণা হ'ক,
নিয়তি পাঠাক তার ভীতি অগণিত
ঘন অন্ধকারে পথ রুদ্ধ র'ক।

রোষ-দীপ্ত মূর্ত্তি ধরি' আসুক জগৎ
চূর্ণিতে তোমায়---তবু জানিও নিশ্চয়,
হে আত্মা, তুমি হে দেব, তুমি সে মহৎ,
মুক্তিই গন্তব্য তব—অন্য গতি নয়।

নহি স্বর্গবাসী আমি—নর, পশু নয়,
পুরুষ কি নারী নহি, নহি দেহ, মন,
স্তম্ভিত নির্ব্বাক্ যত জ্ঞান-গ্রন্থচয়,
স্বরূপ বর্ণিতে মোর—আমি সেই, 'সোঽহম্'।

সূর্য্য, সোম, বসুন্ধরা জন্মে নাই যবে,
তারাদল, ধূমকেতু জন্মে নি যখন,
কালের(ও) উদ্ভব যবে হয় নি এ ভবে,
ছিলাম, আছি ও আমি থাকিব তখন।

মেদিনী সুষমাময়ী, মহৎ তপন,
এই শান্ত সুধাকর, খচিত আকাশ
নিমিত্ত অধীনে করে গমনাগমন,
জীবন তাদের বদ্ধ, বন্ধনে বিনাশ।

বিশ্ব-মন বিস্তারিয়া অনিত্যের জাল
ধরিয়া তাদের রাখে দৃঢ়াবদ্ধ ক'রে,
স্বর্গ ও নরক, ধরা, মন্দ আর ভাল
ও চিন্তা-লহরী মাঝে নিত্য উঠে পড়ে!

দেশ আর কাল, আর কার্য্য ও কারণ,
এ সকলি হয় মাত্র বহিরাবরণ !
ইন্দ্রিয়, মনের পারে মোর অবস্থান ।
আমি দ্রষ্টা এ বিশ্বের, সাক্ষী সে মহান্ !

নহে দ্বৈত, নহে বহু, অদ্বৈতের ভূমি
একত্ব মিলিত তাই সকলই আমায় ।
ভেদ ঘৃণা নাহি মোর, নহি ভিন্ন আমি,
থাকি আমি মগ্নমাত্র প্রেমের চিন্তায় ।

ভাঙ্গ মায়া, মুক্ত হও বন্ধন হইতে,
ভীত নাহি হও—বুঝ রহস্য পরম !
নিজ প্রতিবিম্ব মোরে নারে সন্ত্রাসিতে,
জেনো সুনিশ্চয়—আমি সেই, 'সোঽহং, 'সোঽহং।

সমাপ্ত ।

বিবেকানন্দ সোসাইটী
কলিকাতা ।